সূ চি প ত্র

সিংহস্থ মহাকুম্ভে চণ্ডাল ১১

গুপ্ত ইতিহাস ৭৭

গচ্ছিত রক্ত ১৫৩

সিংহস্থ মহাকুম্ভে চণ্ডাল

শিবাঙ্গী আর জয়দ্রথ হাঁটছিল খুব ধীর গতিতে। ওদের ঠিক পেছনে চলছিল সাগরিকা আর তমাল। রাস্তা ভিড়ে ভিড়াক্কার। শিবাঙ্গী তার বেড়ে ওঠা পেটটাকে এক হাত দিয়ে আড়াল করে এগোচ্ছিল ধীরে ধীরে। অন্য হাতে ও চেপে ধরেছিল জয়দ্রথের একটা হাত। চারজনই রাস্তার চারদিক দেখতে দেখতে এগোচ্ছিল। রাস্তায় যে কত রকমের লোক তার ইয়ত্তা নেই। অদ্ভুত তাদের সব সাজপোশাক। মাঝেমধ্যে এক-আধজনের সাজপোশাক দেখে বেশ ভয়ও লাগছিল শিবাঙ্গীর। কিন্তু তাও এগোচ্ছিল। কারণ ওদের এগোতেই হবে।

আসলে গতকাল রাতেই উজ্জয়িনীতে এসে পৌঁছেছিল ওরা। ওরা মানে জয়দ্রথ, শিবাঙ্গী, শিবাঙ্গীর বাবা অলোক চৌধুরি, মা প্রমিলা, জয়দ্রথের দিদি সাগরিকা আর জামাইবাবু তমাল। উঠেছিল উজ্জয়িনী স্টেশনের কাছাকাছি একটা বাড়িতে। বাড়িটা সন্দীপ সামন্তর। সন্দীপ সামন্তর স্ত্রী শ্রীময়ী শিবাঙ্গীর মা প্রমিলার বিশেষ বন্ধু। সেই ছোটো থেকে একই

পাড়ায় থাকা, একই সাথে বেড়ে ওঠা, স্কুল-কলেজ সব একসাথেই হয়েছে দু'জনের। কলেজ পাশ করার পর একে একে দুই বন্ধুর বিয়ে হয়েছে। তারপর দু'জনই ভীষণ রকম ব্যস্ত হয়ে পড়েছে নিজেদের জীবনে। কিন্তু আজ যখন এক অদ্ভুত পরিস্থিতির সামনে দাঁড়িয়ে অসহায় বোধ করেছে এক বন্ধু তখন নির্দ্বিধায় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে আর এক বন্ধু।

প্রমিলা জানত যে শ্রীময়ীর বিয়ে হয়েছে উজ্জয়িনীতে। কিন্তু ঠিক কোথায় সেটা জানত না। যেদিন মেয়ে শিবাঙ্গী আর জামাই জয়দ্রথ ঠিক করলো যে তারা যাবে উজ্জয়িনীর সিংহস্থ মহাকুম্ভের মেলায়, সেদিন মনে হয়েছিল প্রমিলার শ্রীময়ীর কথা। শুধু বেড়াতে বা পুণ্যস্নান করতে গেলে ব্যাপারটা একদম আলাদা হত। কিন্তু ওরা যাচ্ছিল উজ্জয়িনীর সিংহস্থ মহাকুম্ভমেলায় এক অদ্ভুত সমস্যা নিয়ে। খুঁজতে যাচ্ছিল সেই সমস্যার সমাধান। যদিও জানে না ওরা যে সমস্যাটা নিয়ে ওরা ঠিক যাবে কার কাছে? কে দেবে ওদের ওই সমস্যার সমাধান? কিন্তু তাও যেতে ওদের হবেই। কারণ সমস্যাটা যে দিনকে দিন ভয়াবহ হয়ে উঠছিল। কেড়ে নিচ্ছিল ওদের রাতের ঘুম। যেভাবেই হোক খুঁজতে ওদের হবেই তাকে যার কাছে আছে ওই সমস্যার সমাধান। আর এইসবের জন্য প্রয়োজন এমন একজনের, যে ওই জায়গাটা সম্বন্ধে কিছুটা হলেও ধারনা রাখে বা থাকে ওখানে। তাই প্রমিলার মনে পড়েছিল শ্রীময়ীর কথা।

বেশ কয়েক বছর আগে একবার দুর্গাপুজোর সময় দেখা হয়েছিল শ্রীময়ীর সঙ্গে প্রমিলার। সেই সময়ই বাড়ির ল্যান্ড লাইনের নম্বরটা শ্রীময়ী লিখে ধরিয়ে দিয়েছিল প্রমিলার হাতে। কিন্তু হাজার একটা ব্যস্ততায় কাটতে থেকেছে প্রমিলার দিনগুলো। প্রমিলার আর কখনওই ফোন করে ওঠা হয়নি শ্রীময়ীকে। কিন্তু উজ্জয়িনীতে যাওয়ার কথা ঠিক হতেই সেই ফোন নম্বরটা পুরোনো ডায়েরি ঘেঁটে খুঁজে বার করে ফোন করেছিল প্রমিলা। বেশ কয়েকবার রিং হওয়ার পর শুনতে পেয়েছিল সে শ্রীময়ীর গলা। এত বছর পর সেই খুব কাছের মানুষের কণ্ঠস্বরটা শুনতে পেয়ে গরগর করে বলে গিয়েছিল প্রমিলা নিজের সমস্যার কথাগুলো আর মন দিয়ে সেদিন শুনেছিল শ্রীময়ী। শুনে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল সে। ভয় যে সে পায়নি তা নয়। কিন্তু সেই ভয়টাকে প্রকাশ করেনি বন্ধুর সামনে। শুধু প্রমিলা থামতেই বলেছিল, "চলে আয় এখানে। একটুও চিন্তা করিস না। সব ঠিক হয়ে যাবে।" বন্ধুর কাছ থেকে ভরসা পেয়ে সেদিন মনটা যেন খানিক হালকা হয়েছিল প্রমিলার। তারপর একসময় উজ্জয়িনী যাওয়ার জন্য টিকিট কাটা হয়েছিল ওদের। কিন্তু শ্রীময়ী প্রমিলাদের হোটেলে থাকার কথাকে এক কথায় নাকচ করে দিয়েছিল। তার নিজের দোতলা

বাড়ি থাকতে প্রমিলা এসে অন্য কোথাও উঠবে এটাকে সে কিছুতেই মেনে নেয়নি। কিন্তু ছ’জনে মিলে গিয়ে শ্রীময়ীর বাড়িতে উঠতে কেমন যেন বাধো বাধো ঠেকেছিল প্রমিলার। তার ওপর জানে না সে যে কতগুলো দিন তাদের থাকতে হবে উজ্জয়িনীতে। এভাবে দিনের পর দিন কী করে ছ’জন মিলে থাকবে শ্রীময়ীর বাড়িতে এটা ভাবতেই আড়ষ্ট লেগেছিল তার।

কিন্তু সব আড়ষ্টতা কেটে গিয়েছিল, ওর যখন ওরা পৌঁছেছিল শ্রীময়ীর বাড়িতে। শ্রীময়ীর স্বামী সন্দীপ সামন্ত নিছকই ভালো মানুষ। শান্তশিষ্ট সদা হাস্য মানুষটি কিছুক্ষণের মধ্যেই ওদের আপন করে নিয়েছিল। তাই প্রমিলার স্বামী অলোক চৌধুরিও আড়ষ্টতা কাটিয়ে সহজ হয়ে গিয়েছিল।

শ্রীময়ীদের দোতলা বাড়িটা খুব বড়ো না হলেও ওদের সবার জন্য যথেষ্টই ছিল। ওপরে দুটো ঘর আর নীচে দুটো ঘর। এছাড়া নীচের তলায় একটা একফালি বৈঠকখানাও ছিল। শিবাঙ্গীর ভরা মাস চলছে বলে শ্রীময়ী নীচের তলার একটা ঘরকে ঠিকঠাক করে রেখেছিল শিবাঙ্গী আর জয়দ্রথের জন্যে। তারপর সাগরিকা আর তমালকে শিবাঙ্গীদের পাশের ঘরটা দিয়ে দুই বন্ধু প্রমিলা আর শ্রীময়ী স্বামীসহ উঠে গিয়েছিল দোতলার ঘর দুটোতে। রাত কাটতেই ক্লান্তি কেটেছিল সবার। আর তারপর বেলা হতেই সমস্যার সমাধান খুঁজতে উজ্জয়িনীর সিংহস্থ মহাকুম্ভের মেলায় বেরিয়ে পরেছিল জয়দ্রথ, শিবাঙ্গী, সাগরিকা আর তমাল।

পুরাণে বলা হয়েছে যে সমুদ্র মন্থন যখন হয়েছিল তখন উঠে এসেছিল অমৃতকুম্ভ। আর সেই অমৃতকুম্ভকে পাওয়ার জন্যে যুদ্ধ বেঁধেছিল দেব আর দানবে। যুদ্ধের সময় ওই অমৃতকুম্ভ থেকে অমৃত ছলকে পড়েছিল চার জায়গায়। ইলাহাবাদ, নাসিক, হরিদ্বার আর উজ্জয়িনীতে। সেই সময় থেকেই শুরু হয় এই চার জায়গায় কুম্ভমেলা। উজ্জয়িনীর কুম্ভমেলার রাশি, লগ্ন মেনে নাম হয় “সিংহস্থ মহাকুম্ভ।” শিপ্রা নদীর ধারে এই উজ্জয়িনীতে বারো বছর অন্তরই হয় কুম্ভমেলা। বৈশাখ মাসের এই কুম্ভমেলায় কয়েক কোটি মানুষের ভিড় হয়। ভিড়ে ভিড়াক্কা হয়ে পড়ে উজ্জয়িনী। রাস্তাঘাটে থিকথিক করে মানুষ।

সেই ভিড়ে ভিড়াক্কার রাস্তা ধরেই এগোচ্ছিল জয়দ্রথ, শিবাঙ্গী, তমাল আর সাগরিকা। চারিদিক দেখতে দেখতে এগোচ্ছিল ওরা চারজনে। রাস্তার পাশে এক-এর পর এক টেন্ট। টেন্টে কত সাধুই না বসে ছিল! আবার কতজন ধ্যানে মগ্ন হয়েছিল। হাঁ করে তাদের দিকে দেখতে দেখতে এগোচ্ছিল ওরা চারজন। বেশ কয়েকটা টেন্টে গান হচ্ছিল। একটা টেন্টে ঢোলের মতো কিছু একটা বাজিয়ে গান গেয়ে চলেছিল তিন-চারজন সাধু মিলে। বাকিরা বসে শুনছিল। জয়দ্রথ দাঁড়াল টেন্টটার সামনে। ওর

দেখাদেখি বাকি তিনজনও দাঁড়িয়ে পড়ল। ওরা দাঁড়াতেই জয়দ্রথ ফিরল তমালের দিকে, "তমালদা এখানে অনেক সাধুই তো দেখছি, এদের জিজ্ঞেস করলে হয় না?"

"না না এখানে নয় জয়দ্রথ। এখানে হয়তো এখন অনেকক্ষণ ধরেই চলবে গান-টান। আগে চলো দেখি। মোটামুটি একা বা এক-দু'জন সাধু বসে আছে যেখানে সেখানে দাঁড়াবে গিয়ে। প্রশ্ন করতে সুবিধে হবে।"

তমালের কথাটা মনঃপূত হতেই আবার এগোতে শুরু করল জয়দ্রথ। একনাগাড়ে মাইকে কিছু একটা ঘোষণা হয়েই চলেছিল। তার সঙ্গে বিভিন্ন টেন্ট থেকে ভেসে আসছিল গানের আওয়াজ। জয়দ্রথের হাত শক্ত ভাবে ধরে এগোচ্ছিল শিবাঙ্গী, মনের মধ্যে এক রাশ ভয় আর চিন্তা নিয়ে। বার বার মনে হচ্ছিল ওর যে এত পরিশ্রম যদি বৃথা যায়? যদি তেমন কাউকে না পায় ওরা তাহলে কী হবে? প্রশ্নটা মনের মধ্যে আসতেই তাকাল ও একবার নিজের বেড়ে ওঠা পেটটার দিকে। সাত মাসের অন্তঃসত্ত্বা ও। কোথায় এই সময় নতুন একজনের আসার আনন্দে দিন কাটাবে, তা নয় শুধু এক রাশ ভয় আর চিন্তা নিয়ে সমস্যা সমাধানের আশায় দৌড়ে বেড়াচ্ছে। বিভিন্ন চিন্তা-ভাবনা নিয়ে এগোতে এগোতে থামল শিবাঙ্গী। আবার দাঁড়িয়ে পড়েছে জয়দ্রথ। জয়দ্রথের হাতে ধরা ছিল শিবাঙ্গীর হাতটা তাই সেই টানে শিবাঙ্গীও দাঁড়িয়ে পড়েছিল। শিবাঙ্গী দাঁড়িয়েই তাকাল জয়দ্রথের দিকে। জয়দ্রথকে বাঁ পাশের টেন্টটার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে শিবাঙ্গীও ফিরল সেই দিকে। একটা সাধু চুপ করে বসে ছিল টেন্টটাতে। সাধুর পাশে একজন ওর চ্যালা গোছের কেউ বসে ছিল। জয়দ্রথ তমালের দিকে তাকাতেই তমাল ইশারায় টেন্টে ঢুকে পড়তে বলল। জয়দ্রথ এগোল। ওর সঙ্গে এগোল শিবাঙ্গী, সাগরিকা আর তমালও। সাধুর সামনেটায় গিয়ে বসল জয়দ্রথ। তমালও এগিয়ে গিয়ে বসল ওর পাশে। বড়ো পেটটাকে নিয়ে নীচে বসতে অসুবিধে হবে তাই জয়দ্রথের পেছনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল শিবাঙ্গী। সাগরিকাও গিয়ে দাঁড়াল শিবাঙ্গীর পাশে।

মাকে অনেক ছোটো বয়সেই হারিয়েছিল জয়দ্রথ আর সাগরিকা। অসহায় দুই শিশু তখন বাবাকেও সেভাবে পেত না ব্যবসার ব্যস্ততার কারণে। তাই ছোটো থেকেই দুই ভাই-বোন একে অপরকে আঁকড়ে ধরে বড়ো হয়েছে। সাগরিকা যতটা পারত ভাইকে আগলে আগলেই রাখত। সেই নিয়মের অন্যথা এবারও হয়নি। জয়দ্রথ আর শিবাঙ্গীকে এই বিপদের দিনে একলা ছেড়ে দিতে পারেনি সাগরিকা আর তমাল। তাই তো নিজের ছ'বছরের ছেলেটাকে শাশুড়ির কাছে রেখে শিবাঙ্গী আর জয়দ্রথের সঙ্গে